সনৎ কৈরী স্মরণে ...

অরিজিৎ আদিত্য

১৫ নভেম্বর ২০২০

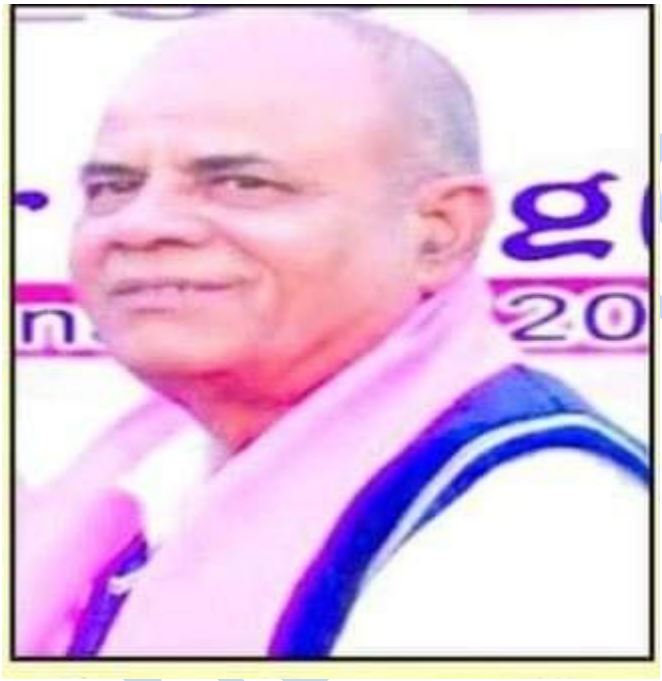

সনৎদার সঙ্গে আমার বয়সের বেশ ফারাক, তবে গোড়া থেকেই তার সঙ্গে তুমি-তুমি সম্পর্ক। এমনটা হয়; সমবয়সি, এমনকী বয়সে ছোট, এমন কারোর সঙ্গে বহুদিন মেলামেশা করার পরও 'আপনি'র গণ্ডি ডিঙোনো যায় না। আবার কারোর সঙ্গে প্রথম থেকেই তুমি-তুমি, বয়স সেখানে নেহাতই একটা সংখ্যা মাত্র। আসলে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে শুরুতেই ওয়েভলেংথ মিলে যায়। সনৎদা ছিল এমনই এক মানুষ, যার সঙ্গে আমার মনোতরঙ্গ মিলে গিয়েছিল প্রায় প্রথম দিন থেকেই।

নব্বুইয়ের দশকের শেষদিকে গুয়াহাটিতে সাংবাদিকতার চাকটি ছেড়েছুড়ে পার্থ আর আমি দুম করে শিলচর চলে আসি, ছাপাখানার ব্যবসা করব বলে। পার্থর মাধ্যমেই এখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ। সম্পর্ক। আমি তখন সরাসরি সাংবাদিকতায় নেই, পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী, কিন্তু শিলচরের সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় কোনও অসুবিধেই হয়নি। প্রত্যেকেই বয়োজ্যেষ্ঠ, যেমন অতীনদা, শান্তনুদা, তৈমুরদা, তাঁদের সঙ্গেও তুমুল আড্ডা হতো, মাঝেমধ্যেই প্রেস ক্লাব বা অন্য কোথাও ফিস্ট। তবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বা বয়সের জন্য সম্ভ্রমজনিত একটা দূরত্ব থেকেই যেত। সনৎদার সঙ্গে অবশ্য গোড়া থেকেই এ ধরনের কোনও দূরত্ব গড়ে ওঠেনি।ওঠেনি, কারণ একটাই। সনৎদার প্রাণচঞ্চল স্বভাব। জমিয়ে আড্ডা দেওয়ায় ওস্তাদ ছিল সনৎদা। মজার মজার লেগপুলিং করেও আসর জমিয়ে রাখতে পারত অনায়াসে। যদ্দুর মনে আছে, ওর শিলচর টাইমস পত্রিকা দৈনিক হলেও রবিবার বন্ধ থাকত। এই রবিবারগুলোর সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডা বসত প্রেস ক্লাবে। আমি যখন শিলচর আসি ওইসময় কীসব ঝামেলায় প্রেস ক্লাব কার্যত বন্ধই ছিল। এরপর সব সিনিয়ররা ঠিক করলেন, আবার শুরু করা হোক প্রেস ক্লাব। ওইসময় কার্যত অনুঘটকের কাজ করেছিল সনৎদা। মূলত সে-ই ছোটাছুটি করে যা কিছু ঝামেলা ছিল, সেগুলো মেটানোর উদ্যোগ নেয়। সফলও হয়। আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রেস ক্লাব।

সম্ভবত সেবারই সভাপতি হয়েছিলেন শান্তনু ঘোষ। পার্থ সাধারণ সম্পাদক। ওইসময় অনেক ভালো ভালো অনুষ্ঠান হয়েছিল প্রেসক্লাবে। সনৎদা সব কিছুতেই সক্রিয় ভূমিকায়। শুধু প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠান নয়, ভোট এলে ডিআইপিআর-কে ধরে গাড়ি ব্যবস্থা করা, ভোটের দিন পুরো জেলা জুড়ে টহল দিতাম আমরা। করিমগঞ্জে একবার গৃহবধূ হত্যা নিয়ে তোলপাড় কাণ্ড। বনধ না কার্ফু অবধি গড়িয়ে ছিল। মূলত সনৎদার উদ্যোগেই আমরা দল বেঁধে করিমগঞ্জ যাই। সার্কিট হাউসে শহরের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সভাও হয়েছিল। এত কথা লিখছি একটাই কারণে; শিলচর প্রেসক্লাব ওইসময়ে উপত্যকার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা ভূমিকা নিতে পেরেছিল। এ ক্ষেত্রে যাঁদের বড় ভূমিকা ছিল, তাঁদের অন্যতম সনৎ কৈরি।

সনৎদা একসময় বাম রাজনীতি করতো, শুনেছি, তবে আমি সেসময় শিলচরে আসিনি, ফলে তার রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা সেভাবে আমার জানা নেই। বাম রাজনীতির প্রধান শর্তই হচ্ছে প্রতিবাদ। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাংবাদিকতারও প্রধান শর্ত কিন্তু সে-ই প্রতিবাদই। তবে রাজনীতির প্রতিবাদ আর সাংবাদিকতার প্রতিবাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাংবাদিকের প্রতিবাদ মূলত তার নিজস্ব, বড়জোর তার নিজের প্রতিষ্ঠানেরও হতে পারে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই প্রতিবাদকে সাংগঠনিক রূপ দিতে হবে, মানুষকে এই প্রতিবাদে শামিল করার মতো সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। পেশাদার সাংবাদিকের প্রতিবাদ প্রতিবাদ জানিয়েই শেষ হয়ে যেতে পারে, মানুষকে সংঘবদ্ধ করার দায় তার নাও থাকতে পারে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনটা করলে সেই প্রতিবাদ আখেরে পূর্ণতা পায় না। সনৎদা ঠিক কী কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছিল, আমি জানি না, কোনও দিন এ নিয়ে কোনও কথাও বলেনি। তবে প্রতিবাদ জানানোর ওই স্পৃহা যে তার মধ্যে বরাবরই জাগরূক ছিল, এবং ওই স্পৃহা থেকেই যে তার সাংবাদিকতায় আসা, আমি এমনটা বিশ্বাস করি। ঠিক একই জিনিস আমি স্বদেশ বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও দেখেছি। তারা দুজনেই মূলত প্রতিবাদী সত্তার মানুষ।

সাংবাদিক হিসেবে সনৎদা যে বিরাট কিছু করে ফেলেছিলেন, তেমন নয়। এবং তেমনটা হওয়া সম্ভবও ছিল না। এর একটা কারণ যদি হয় তার প্রতিবাদী মানসিকতা, তা হলে আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো পুঁজির অভাব। শিলচরে যখন দু তিনটে কালার অফসেটে ছাপা দৈনিক বেরোচ্ছে, সেসময়ও সনৎদার পত্রিকা দীর্ঘ দিন লেটার প্রেসে ছাপা হতো। কম্পিটিশনে যাওয়ার তাগিদ আমি তার মধ্যে কখনোই দেখিনি। এবং আমার বরাবর মনে হয়েছে, বাম রাজনীতি তার মধ্যে যে প্রতিবাদী মানসিকতার সঞ্চার করেছিল, তা রাজনীতির ক্ষেত্রে সফল না হওয়ায় সাংবাদিকতার মধ্যে সনৎদা এক ধরনের সম্প্রসারণ বা এক্সটেনশন সন্ধান করেছিল। সেখানেও যে খুব সফল হয়েছিল তা বলা যায় না। আসলে রাজনীতি বলুন বা সাংবাদিকতা, আজকের সময়ে এ দুটো ক্ষেত্রে সফল হতে গেলে শুধু প্রতিবাদী মানসিকতা থাকলেই হয় না। অন্য আরও কিছু থাকতে হয়। সবার সেটা থাকে না। সনৎদার যেমন ছিল না। আসলে সনৎদার রাজনীতি ও সাংবাদিকতা এক অর্থে একে অপরের পরিপূরক।

সনৎদার মাতৃভাষা বাংলা নয়। কিন্তু তাতে কী, সে আদ্যন্ত বাঙালি। বরাকসন্তান। আর বরাকের সন্তানের মাতৃভাষা বাংলাই হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। সনৎদা আসলে উনিশের সন্তান। উনিশের চেতনার মশালবাহক। যে চেতনা সর্বজনীন। নিজের মাতৃভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে যে চেতনা পৃথিবীর সব মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে, সম্মান জানাতে শেখায়। পাশাপাশি শেখায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। এবং ঠিক এই বিন্দুতে এসে সনৎদার বাম রাজনীতি, তার সাংবাদিকতা ও উনিশের চেতনা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এবং এই সব নিয়ে যে ব্যক্তি সনৎ কৈরি তিনি রাজনীতি বা সাংবাদিকতায় সফল হয়েছিলেন, না কি ব্যর্থ, এই প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে পড়ে। এবং ঠিক এখানেই সার্থক সনৎদার জীবন। জীবন সংগ্রাম।